Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, সোমবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩০

নতুন চিঠি মদন ঘোষ বিশেষ স্মরণ সংখ্যা

পাওয়া যাচ্ছে : ন্যাশনাল বুক এজেন্সির প্রাঃ লিঃ-এর সমস্ত বিপণন কেন্দ্রে ও পত্রিকা দপ্তর ৬২ বি সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমানে

মূল্য : ২০০ টাকা

মাসে মাসে বাড়লো নিশ্চিত আয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নারীর সহায়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

বাংলার মহিলাদের হাত শক্তিশালী করতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বাড়ালো মাসিক আর্থিক অনুদান

সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে **১,০০০ টাকা** করা হয়েছে **(বার্ষিক ১২,০০০ টাকা)**

তপশিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের জন্য ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে **১,২০০ টাকা** করা হয়েছে **(বার্ষিক ১৪,৪০০ টাকা)**

এই আর্থিক সাহায্য ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে সরাসরি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করা হবে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

R.O. Number 140(5)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 24.02.2024

নতুন চিঠি

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলা

সুশাসন সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসে তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে যে রাজ কায়েম করেছে তাকে বিশৃঙ্খলারাজ বললে কম বলা হয়। প্রকল্পের নামে 'শ্রী' যুক্ত করলেই যে শ্রী ফেরে না তা না-বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন নন মুখ্যমন্ত্রী। 'প্রকল্পশ্রী' মুখ্যমন্ত্রী 'শ্রী'-এর বাইরে যেতে নারাজ, কারণ শ্রীহীনকে সুশ্রী করার অন্য কোনো বিকল্প তাঁর কাছে নেই। রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্মরণ করলে এই নৈরাজ্য যে আতঙ্ক উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট তা বেশ বোঝা যায়। সন্দেশখালির যতটুকু ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা থেকে স্পষ্ট এরাজ্যে মহিলারা আদৌ সুরক্ষিত নয় আর মহিলাদের ওপর নিগ্রহ শুধু কামদুনিতে আটকে নেই, ধামাকুড়িয়ার জঙ্গল পর্যন্ত ছড়িয়েছে। নিরাপত্তার এমন হাল যে বন্দী মহিলারা সংশোধনাগারে গর্ভবতী হচ্ছেন! বামফ্রন্টের 'জোত যার জমি তার' শ্লোগান আজ 'জোর যার জমি তার' শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত কৃষকের অধিকার রক্ষার আন্দোলন শাসক ছত্রছায়ায় লালিত রাজনৈতিক জমিদারদের জমি লুটের কারবারে পরিণত হয়েছে। রেগার মজুরির টাকা দেবার 'জনকল্যাণ' করতে দলীয় স্তরে ফর্ম পূরণ করার নামে তোলা আদায় হচ্ছে। পাড়ায় সমস্যা সমাধানের নামে সব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিক্ষককে সুবিধাজনক জায়গায় বদলি করা হচ্ছে নজরানার বিনিময়ে। নানা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে—সেখানে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, আধিকারিক নেই, শুধু ছাত্র আছে, তাদের পরীক্ষা আছে, ফল প্রকাশ নেই, যেমনটা ঘটেছে দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ অডিট বন্ধ—প্রায় দু'কোটি টাকার মেয়াদি আমানত তছরূপ হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাঁতরাগাছি বিল দূষণ মামলায় পরিবেশ আদালত ভর্ৎসিত হচ্ছেন খোদ মুখ্যসচিব—মুখ্যমন্ত্রীর হেলদোল নেই।

আসলে সুশাসন নয়, ভাঁওতা দিয়ে, মিথ্যাচার করে ক্ষমতা দখল করা, আর নিজস্ব পারিবারিক এবং দলীয় স্বার্থে তা ব্যবহার করাই শাসক দলের অঘোষিত লক্ষ্য। মিথ্যাচার কোন পর্যায়ে গেলে শাসকদলের যুবরাজ সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শাজাহানের গ্রেপ্তার না-হওয়ার কারণ হিসেবে আদালতের নিষেধাজ্ঞার কথা বলতে পারেন। এলাকার প্রাক্তন বাম বিধায়ক নিরাপদ সর্দার যাঁকে অবৈধভাবে গ্রেপ্তার করে এখন জেলে পাঠানো হয়েছে, তিনি কেন আগে জমি বেদখলের কথা বলেননি সে প্রশ্ন তোলেছেন। অথচ ইডির ওপর আক্রমণজনিত বিষয় ছাড়া শাজাহানের অজস্র বে-আইনি কাজের কোনোটিতেই আইনি পদক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনো বিচারবিভাগীয় স্থগিতাদেশ নেই। যুবরাজ ২০১২ সালের জুন-জুলাই মাসের বিধানসভার কার্যবিবরণী (খণ্ড ১৪১, সংখ্যা ১, পৃষ্ঠা ১২৫-২৬) খুললেই দেখতে পাবেন যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজের কাজটি যথাযথভাবেই করেছিলেন নিরাপদ সর্দার। মিথ্যাচার যাদের একমাত্র অবলম্বন একমাত্র তারাই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে নাগরিকদের কষ্ট লাঘবের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে ক্রেডিট নিতে চায়। তাও সেটা শোভন হতো যদি দলীয় তহবিল থেকে অনুদান দেওয়া হতো। সরকারি কোষাগারের টাকা, যা আবার সঞ্চয় নয় ধার করা, জনগণের টাকা—তার যথাযথ বন্টন সরকারের কাজ। সেই দেনার টাকা ভাতা হিসেবে দিয়ে 'আমি দিলাম' বলে ঢাক পেটানো এক নির্লজ্জতা। কর্মহীন মানুষ সামান্য ভাতার জন্য তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে চিরকাল, আত্মসম্মানহীন জীবনযাপন করবে, এ ভাবনা যে কত ভুল সন্দেশখালির প্রতিবাদী মহিলারা তা প্রমাণ করেছেন। নৈরাজ্য একদিন কাটবেই। ইতিহাসে তাঁর অবদান কীভাবে বর্ণিত হবে অনুমান করতে চেষ্টা করুন মুখ্যমন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হলো জেলা জুড়ে

বর্ধমানে উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরণ করছেন 'আয়না'-র শিল্পীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি : ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মরণ করলেন সর্বস্তরের মানুষ। লেখক-শিল্পী, কলাকুশলী, নট-নাট্যকার থেকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ, জনবাদী লেখক সংঘ-এর উদ্যোগে এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অবিনাশী বর্ণমালার শহিদদের স্মরণ করা হয়। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের কাটোয়া, কালনা, মেমারি, রায়না, খণ্ডঘোষ আঞ্চলিক কমিটি অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলির সাথে কর্মসূচি পালন করে। এদিন বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে গান-কবিতা-আবৃত্তিতে ভাষা শহিদদের স্মরণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। শতাধিক মানুষ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, এন.জি.ও, ক্লাব-এর উদ্যোগে ভাষা শহিদ দিবস পালিত হয়েছে।

বঙ্গীয় সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগে মন্তেশ্বরের মালডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়।

অধ্যাপক সাইদুল হক বলেন, এই ভাষাকে কেন্দ্র করেও ধর্মীয় বিভাজন ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। এই ভাষা বাঙালিকে জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছে। তাই ১৯৯৯সালে ইউনেস্কো এই দিনটি ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৮৮টি দেশ তা সাদরে গ্রহণ করে। এই পুণ্য দিবসে কামনা করি সাহিত্য, বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাতৃভাষার চর্চা বাড়ুক এই প্রত্যাশা করা উচিত।

গুসকরায় মিছিল ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী সংঘ ও লোকশিল্পী সংঘের গুসকরা পূর্ব পশ্চিম এরিয়া কমিটি। এদিন শুরুতে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও মাদলের তালে তালে নৃত্যের মধ্য দিয়ে মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করার পর শেষে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

৭৩ তম আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস পালন করে আদিবাসী ও লোকশিল্পীরা। পূর্বস্থলীর নিমদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুপুরে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের উদ্যোগে সহস্রাধিক শিল্পী জমায়েত হন। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য রহমান শেখ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কাজল রায়। এই অনুষ্ঠানে বাউল গান, লোকগীতি, আদিবাসী নৃত্য, ঝুমুর নৃত্য, ঢাক বাদন পরিবেশন করেন আগত শিল্পীরা।

বাঁকা নদীর উৎসস্থলে বিজ্ঞান মঞ্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বুদবুদ, ২২ ফেব্রুয়ারি : সামাজিক স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ তার জন্মলগ্ন থেকেই সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সারা ভারত বিজ্ঞান চেতনা প্রসার অভিযানের বর্তমান কর্মসূচিতে তার প্রাসঙ্গিকতা আরও বেড়েছে। গত বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বাঁকা নদীকে বাঁচানোর জন্য বর্ধমান টাউন হলে একটি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। গলসী-১ ব্লকের লোয়া-রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইপুর পুল অতিক্রম করে উপস্থিত হন ১৯৩২ সালে তৈরি দরুনের পুলে। এখানে পুলের উপরি ভাগে বয়ে চলেছে রণডিহা থেকে আসা দামোদর মেন ক্যানেলের জলধারা,আর নীচে বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠা, বর্তমানে অতি শীর্ণ বহমান বাঁকা নদী। সুকুমার বাগ্দীর (পিতা প্রয়াত দ্বিজপদ বাগ্দী) প্রত্যক্ষ সহায়তা নিয়ে পৌঁছে যান বাননাগ পুকুরের স্থানে। শ্রী বাগ্দী দেখান যে ঐ পুকুরের মালিক আর্থিক কারণে আন্দাজ ছ'কাঠা আয়তনের পুকুরটি বুজিয়ে সেখানে বোরো চাষ করেছেন। তবে নানা প্রাকৃতিক কারণে সেই জমির নীচে থেকেই বাঁকার জলের ধারা শুরু হয়েছে। বছর ত্রিশেক আগে একবার পঞ্চায়েত থেকে ওই ধারাপথ ঝাড়াই করা হয়। কারণ বর্ষা কালে জলের পরিমাণ বাড়ায় ও তা নিকাশি না হবার ফলে জলে ডুবে থাকায় ধানগাছগুলি পচে যেতো। বর্তমানে বৃষ্টির জল পেয়ে পাড় ভেঙে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। দু'পাশ বাঁধিয়ে দিলে জলের গতি ও পরিমাণ বাড়বে এবং রামগোপালপুর থেকে আদড়াহাটী পর্যন্ত যে আট-দশটি গ্রামে ঐ জলে চাষাবাদ হয়, তাতে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা উপকৃত হবেন। বর্ধমান শহরে ঢোকার আগে পর্যন্ত সমগ্র নদী খাতটির সংস্কার প্রয়োজন বলে স্থানীয় মানুষ মনে করেন। শহরের অংশ বর্ধমান পৌরসভার পক্ষ থেকে দেখা হবে বলে চেয়ারম্যান কনভেনশনে জানিয়েছিলেন। বাঁকা নদীর সমগ্র গতিপথ নিয়ে বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করা হচ্ছে। বিজ্ঞান মঞ্চের রামপ্রণয় গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে এই টিমে ছিলেন ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ড. বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, সেলিম মণ্ডল, দেবদুলাল রায়, নন্দকিশোর সাউ ও চিত্রগ্রাহক শুভেচ্ছা সেনগুপ্ত।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অধিকার যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অধিকার যাত্রা শুরু হয়েছে কোচবিহারের সিতাই ব্লক থেকে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি। পাহাড় থেকে সাগর অধিকার যাত্রা শেষ হবে ১০ মার্চ যাদবপুরে। অধিকার বুঝে নেওয়া হবে নবান্ন অভিযানের মধ্য দিয়ে। ২৪ মার্চ দলে দলে বঞ্চিত কর্মচারীরা নবান্নতে কাঁপন ধরাবে।

বীরভূম হয়ে অধিকার যাত্রা বর্ধমানে পৌঁছাবে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন গুসকরা, নতুনহাট হয়ে শহরের কার্জন গেটে পৌঁছাবে বিকেলে ৫ টায়। বিভাজনের রাজনীতি পরাস্ত করে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা, সমস্ত শূন্য পদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করা, বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান, কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, শহরে ক্রিস ক্রস পদ্ধতিতে বাস চালানো ফিরিয়ে আনা সহ ছয় দফা দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবেন রাজ্য নেতৃত্ব। ২৮ ফেব্রুয়ারি পার্বতী মাঠে সকাল দশটায় জমায়েত হয়ে গলসী হয়ে পশ্চিম বর্ধমানে প্রবেশ করবে দলটি।

২২ ফেব্রুয়ারি কর্মচারী ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে সমস্ত বিভাগীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। অধিকার যাত্রা সফল করতে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়।

বর্ধমান পুরসভা : উদ্বৃত্ত বাজেট কিন্তু পরিষেবা কোথায়?

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান পুরসভার ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের ২৬৫ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ হল। কিন্তু পুরসভার রাস্তার হাল ফেরার কোনো কথা নেই। নেই নিকাশি নালার সংস্কারের কথা। পাঁচ মিনিটের বৃষ্টিতেই শহর জল থই থই। সাংবাদিক বৈঠকে পুরপ্রধান পরেশচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, গত ১ বছরে বর্ধমান পুরসভা সমস্ত খরচ বাঁচিয়ে প্রায় ৭ কোটি টাকা নিজস্ব তহবিলে আয় করেছে। আগামী বছরে এই আয়ের পরিমাণ আরও বাড়াতে বেশ কিছু নতুন প্রকল্প তাঁরা হাতে নিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে একাধিক বিয়েবাড়ি বা অনুষ্ঠান বাড়ি নির্মাণ। তিনি জানিয়েছেন, বর্ধমান পুরসভার সিংহভাগ রাস্তাকে পেভড ব্লকে রূপান্তরিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে রাস্তা টেকসই হবে। উল্লেখ্য, বর্ধমান পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউণ্ড নিয়ে লাগাতার অভিযোগ ওঠার পর অবশেষে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে প্রাচীর দেওয়ার কাজ শুরু করেছে পুরসভা। পাশাপাশি গত আর্থিক বছরেও তিনি এই ডাম্পিং গ্রাউণ্ডের ময়লার পাহাড় কমিয়ে আনা, সেখান থেকে সার ইত্যাদি তৈরি করার যে প্রকল্পের কথা শুনিয়েছিলেন এবারও তাই শুনিয়েছেন পুরপ্রধান

সিপিআই(এম) নেতা অপূর্ব চ্যাটার্জি বাজেটের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে জানান, উদ্বৃত্ত বাজেট বাম আমলেও ছিল। তখন চোখের সামনে মানুষ উন্নয়ন দেখতে পেয়েছে। এখন একদিকে উদ্বৃত্ত বাজেট অন্যদিকে শহরের রাস্তা খারাপের জেরে দুর্ঘটনা বাড়ছে। বাজেটেও তার উল্লেখ নেই।

Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, সোমবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩০

বর্তমান পরিস্থিতিতে যুবকর্মীদের দায়িত্ব স্মরণ করালেন মীনাক্ষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : দিদিমণি মহিলাদের ৫০০, ১০০০ দিয়ে তাঁর দলের নেতা কর্মীদের ধর্ষণ করার ছাড়পত্র দিয়েছেন। সন্দেশখালিতে যা হয়েছে এটা গোটা রাজ্যের মহিলাদের মর্যাদার প্রশ্ন। সারা রাজ্যের মা বোনদের-কে ধর্ষণ করেছে এই সরকার। কথাগুলি বলেন রাজ্য যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের উত্তরে জানান শুধুমাত্র মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল টার্ম অনুযায়ী ধর্ষণ নয় বলার চেষ্টা করছে শাসক দল। দলের ছেলেরা দেখে যাবে কোন মহিলা দেখতে সুন্দর? রাত বারোটায় মহিলাদের ডেকে পাঠাবে সেটা ধর্ষণ নয়? সন্দেশখালির অভিযুক্ত তৃণমূল পার্টি অফিসটা পুলিশের সিজ করা উচিত। আর যারা অফিসে থাকতেন তাদেরকে অ্যারেস্ট করা উচিত। পুলিশের সে দম নেই। শুধুমাত্র বিরোধীদের যেতে না দেওয়ার দম আছে। শুধুমাত্র সন্দেশখালি নয়, গোটা রাজ্যে লুট, দুর্নীতি, ধর্ষণ, জমি লুট দিদির ওই দুষ্টু, দামাল ছেলেরা করেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে জেলা যুবদের ডেকে এক কর্মী সভা হয়। সেখানে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বুথ স্তর পর্যন্ত যুবদের দায়িত্ব নিয়ে কথা বলা হয়। বিজেপি, তৃণমূল কে বাদ দিয়ে সমস্ত মানুষ কে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন চন্দন ভট্টাচার্য।

শহিদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েন-কে স্মরণ

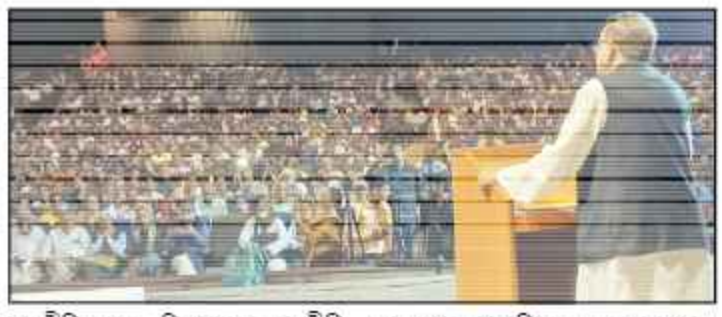

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ ফেব্রুয়ারি : সারদার লাল ডায়েরি লোপাট করার নায়ক পুরস্কৃত ডিজি রাজীবকুমার আবার সন্দেশখালি গিয়েছিলেন কালীঘাটের ৭৫-২৫ লুটের টাকা আটকাতে। লোপাট করার নায়ক ডিজি রাজীবকুমার। মানুষ আর এই পুলিশকে বিশ্বাস করে না। এজন্য এলাকার মেয়েরা লাঠি, ঝাঁটা ধরেছে ইজ্জত, জমি লুট আটকাতে। কথাগুলি বলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক ও পলিট ব্যুরোর সদস্য মহঃ সেলিম।

সিপিআই(এম) জেলা কমিটি আয়োজিত শহিদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েন স্মরণসভায় হল উপচে পড়া কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছিলেন সেলিম। ২০১২ সালে শাসকের তীব্র সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে বুক চিতিয়ে লড়াই করতে গিয়ে এই দিনটিতে নৃশংস ভাবে খুন হন প্রদীপ তা। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে খুনীরা প্রমাণ লোপাট করতে কমল গায়েন-কে খুন করে। আজও তার বিচার পায়নি পরিবার। খুনিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তিনি কর্মীদের সতর্ক করে বলেন ভোটের আগে আবার বাইনারী রাজনীতি হবে, বিভাজনের রাজনীতি হবে। তৃণমূল বিজেপির এটাই খেলা। বুথে বুথে ঐক্যবদ্ধ মানুষের প্রতিরোধ গড়ে ভোট লুট আটকাতে হবে।

দলের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন বলেন, আমাদের জেলাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সাফল্য দেখাতে পেরেছি তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, আভাস রায়চৌধুরী, সিপিআই(এম) নেতা অচিন্ত্য মল্লিক, অরিন্দম কোঙার, প্রদীপ তা-র স্ত্রী চিত্রলেখা তা, পৃথা তা প্রমুখ।

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, গলসী ও সাঁকো আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় গলসীতে ফকির রায়ের মূর্তির পাদদেশে, বাউরি পাড়া ও মাঝের পাড়ায়, সাঁকো, আদড়াহাটী, খানো, উড়ো ও বেলগ্রামে এই দিনটি দুপুর দু'টো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত পুষ্পার্ঘ্য ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শহিদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েন-কে স্মরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গলসী-২ আঞ্চলিক সম্পাদক মনসীজ হোসেন সহ সোনা মুখার্জি, রক্ষা বাগদী, কেরিম শেখ, গণেশ মাঝি, দেবব্রত দাস, সাঁকো আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন ও সভাপতি রাহুল মেটে প্রমুখ।

প্রদীপ, কমল ও তরুণ স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : শহিদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েন স্মরণে ও প্রয়াত তরুণ রায় (ভুতি)র স্মরণে সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সর্বমঙ্গলা পার্কে। উদ্বোধন করেন গণআন্দোলনের নেতা সৈয়দ হোসেন। ১৬ জন মহিলা সহ ১২৪ জন রক্তদাতা এই শিবিরে রক্তদান করেন। রশ্মি ব্লাড সেন্টারের সহায়তায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তুষার কান্তি বটব্যাল, ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী প্রত্যেক রক্তদাতাকে গাছের চারা ও একটি করে মেমেন্টো উপহার দেওয়া হয়।

অন্য সংস্কৃতি

অরুণ মজুমদার

অরুণ তোমাকে ভোলেনি
তুমি তো শ্রমিক কবি
অন্তর্গত রক্তের গভীর থেকে
উৎসারিত প্রত্যয় তোমাকে
ঋদ্ধ করেছে ঋদ্ধ করেছে
বারাসাতের যূথবদ্ধ তরুণ দল
তোমাকে ঋদ্ধ করেছে
ঋদ্ধ করেছে ডাক্তারবাবুর প্রমিত উচ্চারণ
মানুষের জয়গানের
তারপর একদিন
তুমি মুখোমুখি দাঁড়ালে
দুর্গাপুরের গলিত লোহার
ফার্নেসের প্রখর উত্তাপের
তোমাকে তোমার সহকর্মীদের
বার বার হিংস্র আক্রমণের
মোকাবিলা করতে হয়েছে
বক্ষদেহে ক্ষত হয়েছে কিন্তু
পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা
তোমার লেখনী শাণিত করেছে
মেকং অববাহিকা থেকে
মালালাই পর্যন্ত
জয়গানের সুদৃঢ় গণ্ডীকে
বারবার তোমার নির্ভর
করেছে সহ-সেনানীর দল।
তোমাকে ভুলি কী করে
নবতি ছুঁই ছুঁই এই
অক্ষর সেনানীর কলম
বজ্র হানছে সময়ের সমস্ত
আবিলতার বিরুদ্ধে
এখনো তোমার উপস্থিতি
প্রতিটি রাস্তায় মোড়ে
মানুষের চলন্ত ক্রোধানলের
পাশাপাশি দাঁড়ায়ে
নন্দিত করতে, রক্ত পতাকার
চেতনাকে অভ্রংলেহী করে তুলতে...

রাজা রাম

সুতপা ঘোষ রায়

যে বৈভব ছেড়েছিলে
প্রজাবৎসল রাম
সেই বীভৎস বৈভব
মুড়ে দিয়েছে তোমাকে,
তোমার থেকে আড়াল করেছে প্রজার কান্না।
দমবন্ধ করা সোনার মন্দিরে
রাম মূর্তি আছে,
রাম রাজা নেই।।

কালির স্ফুলিঙ্গ

দেবব্রত হাতী

পৃথিবীর সব শব্দ ফুরিয়ে যায়নি
পৃথিবীর সব মানুষ বিকিয়ে যায়নি
প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে যায়নি
সব কলমের কালি ফুরিয়ে যায়নি
সব কলমটি বিকিয়ে যায়নি
পৃথিবীর শেষ কথা বলবে
এমন বলার সময় হয়নি
সব শেষ, বলার সময় হয়নি।
সময় এগিয়ে চলে আপন খেয়ালে
বসুধা ঘুরছে আপন গতিতে
শব্দের যোগান, ভাষার যোগান
কলমের কালির যোগান
কোনদিন ফুরিয়ে যাবে না
সময়গতির আপন নিয়মে।
শব্দের তরঙ্গ উঠুক
কেঁপে উঠুক আকাশ বাতাস
কালের নিয়মে শোষিত বঞ্চিত যারা
শিরায় শিরায় শিহরণ জাগুক
কালির স্ফুলিঙ্গ ছড়াক
সবহারাদের মননে।

তরুণ দলের গান

অনিল মাইতি

আমরা যৌবনজলতরঙ্গ
আমরা তরুণদল।
আমরা ছিনিয়ে আনব নতুন প্রভাত
আমরা তরুণ দল।
হো-হো আমরা ছাত্রদল।
আমরা দেখেছি ইনেনোশিয়া
দেখেছি শ্রীলঙ্কা,
দেখেছি আমরা ভিয়েতনাম
লাওস কম্বোডিয়া,
আরও দেখেছি ভগৎ সিং আর
গুয়েভারার পথ।
সেই শিক্ষায় আমরা
নিয়েছি শপথ।
মোদের বুকের মাঝে ওঠে তুফান
সাগরের কল্লোল।
হো-হো আমরা তরুণ দল
হা-হা---আমরা ছাত্রদল।
আমরা যৌবন জলতরঙ্গ...।

অক্ষরের বুক

যযাতি দেবল

রক্তে ভেসেছে অক্ষরের বুক,
যে অক্ষর জন্ম দেয় আরেক অক্ষর;
তুমি সেই রক্তবীজ নিয়ে আঁকো স্বপ্নছবি,
শব্দের স্বাক্ষর।
বর্ণমালা নেচে নেচে গেয়ে যাক ভাষার সাম্পান;
ক্ষমা নেই তার—
একুশ জাগ্রত বিবেক...
তোলা দিলে বর্ণ সমাহার
বর্ণমালা-মশাল জ্বলে প্রতি হাতে হাতে
পতাকায় পতপত রক্ত রং তীব্র বর্ণচ্ছটা
এ ফাগুন পলাশের আবীরের ঘোর ঘনঘটা।

লক্ষ্মণদাস ঠাকুরার তিনটি অণুগল্প

অপরাজিতা

ছোটবেলায় সন্ধ্যা টুডুর ট্রেন দুর্ঘটনায় দুটো হাতই কাটা যায়। পা দিয়ে লিখে সে আজ স্নাতক। বর্তমানে স্কুল শিক্ষিকা। মাইনের টাকার এক অংশ খরচ করো গ্রামের নিরক্ষর মানুষগুলোকে সাক্ষর এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য। আবার অন্যদিকে জোতদারের লুকিয়ে রাখা বেআইনি জমি দখলের লড়াইয়ে সামনের সারির মুখ সন্ধ্যাই। একদিন জোতদারের লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটলো তবুও দুপা দিয়েই জমির মাঝখানে দখলি পতাকা পুঁতে দিল। তারপর থেকে এই মাঠের নাম হয়েছে সন্ধ্যা মাঠ এবং সন্ধ্যার নাম অপরাজিতা টুডু।

নলেন গুড়

ফিরোজচাচা পর্যায়ক্রমে কতকগুলো গাছকে জিরান দিয়ে অন্য বাকি গাছগুলো কামায়। প্রতিদিনই পাঁচ হাঁড়ি রস ও বাকি গুড় করে বিক্রি করে। চাচার রস ও গুড়ের বেশ চাহিদা। কিন্তু আজ খদ্দেররা সকালে রসে চুমু দিয়েই বলে—রস না জল খাচ্ছি? এই কথা শুনেই জরিনাবিবি বলে—ও রুস্তমের বাপ, এতক্ষণ জ্বাল দিচ্ছি তবু গুড়ের গন্ধ পাচ্ছি না যে!

—বুঝেছি, গতকাল ও পাড়ার নেতা গদাই ঘোষকে ওই খেজুরগাছগুলো কেটে পোল্ট্রি ফার্ম করতে জমি দিইনি বলে আমাকে শাসিয়েছিল। বলেছিল— তোর সাধের নলেন গুড়? দেখছি দাঁড়া, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই। দেখছি...

পুজোর গন্ধ

মঞ্জুর এক হাত কাঁচের চুড়ি। সামনে পুজো। পুরোদমে ঘরদোর ঝাড়া মোছা চলছে। চুড়ির টুংটাং শব্দ। উঠানে একগাছ শিউলির হালকা গন্ধ। কলেজে পড়া শোভনের মন কেমন উড়ু-উড়ু। চারিদিকে পুজো-পুজো সাজ। এমন সময় বাড়ির ফোনটা বেজে ওঠে— 'মর্জিনাকে এক্ষুনি একবার বাড়ি পাঠিয়েদিন। বড্ড বিপদ। শোভনের মা ফোনটা ধরেই বলে—'মর্জিনা কে?'

—আপনার বাড়ির কাজের মেয়ে।

—সেকি! মঞ্জু! ...মর্জিনা?

নিমেষে পুজোর গন্ধ কর্পূরের মতো উবে গেল।

ড. পি সি মহতাব-এর প্রয়াণে বর্ধমানে শোকের ছায়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানরাজ-এর 'ছোট রাজকুমার' ড. প্রণয়চাঁদ মহতাব গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার 'মহতাব মঞ্জিল'-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ড. মহতাব ও তাঁর স্ত্রী ড. নন্দিনী মহতাব বর্ধমানের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিলেন। ড. মহতাব-এর মৃত্যুতে বর্ধমান শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। সর্বস্তরের মানুষই শোক জ্ঞাপন করেছেন। শোক জ্ঞাপন করেছে হিন্দ সাংস্কৃতিক পরিষদ। ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁদের মাসিক সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এই সংস্থাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করা হয়।

ভাষাদিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ ফেব্রুয়ারি : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পূর্বস্থলী-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ৭৩তম ভাষা দিবস পালিত হয়। ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ১৩ জন মহিলা সহ ৬৩ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন যুবনেতা অমিত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন সাকাউৎ হোসেন, রতন দাস, সীতানাথ বসাক, সুজিত মণ্ডল প্রমুখ।

বাঁকুড়া মোড়ে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ ফেব্রুয়ারি : এস. এস. হিউম্যান রাইট্স ও সামাজিকীকরণ বার্তার উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির হয় বাঁকুড়া মোড়ে। শিবিরে মোট ৬০ জন রক্তদান করেন। কিমস, আর্যভট্ট ইনস্টিটিউট, ক্যালকাটা লায়ন্স, রামকৃষ্ণবাদী আই হসপিটাল প্রমুখ এই শিবিরে সহযোগিতা করেন।

রক্তদান আন্দোলন সংগঠকদের রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রক্তদান কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ব্যক্তিদের রাজ্য সম্মেলন ২-৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সম্মেলন হবে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ-এর অডিটোরিয়ামে। সম্মেলনের আহ্বায়ক ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি। সহযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান জেলা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি এবং বর্ধমান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। রক্তদান আন্দোলন সংগঠক কবি ঘোষ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ফর্ম-৪, রুল-৮

নতুন চিঠি পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কিত ঘোষণা

১। প্রকাশের স্থান	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: বর্ধমান ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০১
২। প্রকাশের ব্যবধান	:	সাপ্তাহিক
৩। মুদ্রাকরের নাম	:	দিনেশ ঝা
জাতীয়তা	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: বর্ধমান ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৪। প্রকাশকের নাম	:	দিনেশ ঝা
জাতীয়তা	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৫। সম্পাদকের নাম	:	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
জাতীয়তা	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৬। স্বত্বাধিকারী	:	নতুন চিঠি ট্রাস্ট ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১

আমি দিনেশ ঝা ঘোষণা করছি যে উপরে দেওয়া তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ স্বা: দিনেশ ঝা

পাখি-চোখ-৬৬

রত্না রশীদ

আবার! শেষ হয়েও হইলো না শেষ! "হত্য হেলুকাস—কী বিচিত্র এই দ্যাশ!" দিদির শ্বশুর বাঙাল—প্রারম্ভে 'স' উচ্চারণে আসে না। 'রামলালা দর্শন' ভ্রমণ কাহিনি শুনে তাঁর এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। তিনি তো অবাক, অবাক আরো শত চেনা পরিচিত জন।

—কি রে? তোদের মন্দিরে ঢুকতেই দিলো না?

—ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবার নিয়ম নেই।

—সে কি রে! আর তোরা তো ব্রাহ্মণ—পদবি মুখার্জী, ব্যানার্জী হলে তো ব্রাহ্মণই হয়।

—মেয়েদের পৈতে হয় না বলে ওরা মেয়েদের গুদ্দর ভাবে।

—এ্যাঁ—বলিস কি? ওরা ভক্তদের পৈতে দেখে দেখে ঢোকায়?

—না, কিন্তু ওদের অতি শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক আছে। এরিয়ায় ঢোকা মাত্র ধরা পড়ে যায় কে ব্রাহ্মণ বা কে শুদ্র।

—প্রধানমন্ত্রী তো ব্রাহ্মণ নয়, ঢুকলো কি করে?

—এটা একটা কথা হলো? ওই সব, ও ঢুকবে না? কে আটকাবে ওকে? ওই তো সবার আগে পুজো করেছে রাম লালার।

—তাহলে কাঁহা কাঁহা তক্ সে এতো যে নোংরা চুলো রাক্ষস দর্শন হাজার হাজার বামুন-সন্ন্যেসী অতো টাকা খরচ করে আনলো কেন?

—সে আমি কি করবে বলবো? হয়তো বা বোঝাতে চেয়েছে দ্যাখো ভাই, এ্যাতো এ্যাতো ব্রাহ্মণ ট্রাহ্মণ আমার সমর্থনে আছে। তাই তোমরা কেউ ট্যাঁ-ফুঁ করবে না।

—বুঝলাম। অর্থাৎ ব্রাহ্মণও এখন 'যে রাজা তাহার প্রজা'। আর আরও অবাক, রামচন্দ্র তো ক্ষত্রিয়, তাকে ব্রাহ্মণ আরাধনা করবে? এটা হয়? বর্ণাশ্রম কোথায় গেলা?

—হুঁ হুঁ বাবা। জোর যার মুলুক তার।

—তা এ্যাতো যখন বোঝো, তোমরা দুটি বোন হনুমানের মতো গুচ্ছের টাকা খরচ করে রামলালা ড্রেনের জল গিলতে গেলে কেন? রামলালার চানজল।

—জল ছিল না তো—ঘড়া ঘড়া দুধ ঢেলে সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। কাঁচা দুধ পচে জমে না দই না কিচ্ছু। ঘেন্না।

—শুনি তো নাকি হাজার হাজার সেবক সদা সর্বদা মিনিটে মিনিটে ঝাড়ু দিচ্ছে গোছা লাগাচ্ছে, এক কণা ধুলো কোথাও নেই, তবে চানজলের এমন দুর্দশা কেন?

—সে তো গোটা মন্দির চত্বর জুড়ে সামনের দিকটায়, ভিআইপি দর্শনার্থীর জন্য। পেছনদিকে এমন দূরবর্তী ড্রেনের কাছে আমাদের মতো মছলি-মাস-খোরদের জন্যে কে মাথায় ঘামায়।

—ভালো হয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে তোদের। নিজের ঘরের দেব-দেবী ছেড়ে রামলীলা দেখতে ছুটেছে!

—লীলা নয়তো, লালা। রামলীলা তো আমরা সেই ছোট থেকেই দেখছি। পাড়াতে আসতো, দু-তিন মাস থাকতো।

—তবে? কী পোড়ার দুর্দশা দেখ্ তোদের। তখন রাম নিজে আসাতো দেখা দিতে, আর এখন তোরা ছুটছিস রামলালার চানের ড্রেনের দুর্গন্ধ পেতে। কোথায় নামিয়েছিস নিজেদের দ্যাখ্। একটা ঐতিহাসিক মসজিদ ভেঙে ওই একটা তাণ্ডব করলো, তোরা যারা দেখতে যাচ্ছিস তারাও যে ওই অপকর্মের ভাগীদার হচ্ছিস, সেটা বুঝিস?

—না, অতো বুঝতে পারলে কি আর যেতাম! ভুল হয়ে গেছে বড়ো। সবাই যাচ্ছে, তাই হুজুগে পড়ে গেলাম, আর কোনদিন যাবো না। (চলবে)

কৃষক হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বয়সে তরুণ কৃষক শুভকরণ সিং-কে হত্যার প্রতিবাদে সংযুক্ত কৃষক মোর্চার ডাকে সারা দেশের সঙ্গে সারা ভারত কৃষক সভা, গলসী ২নং ব্লক কমিটির উদ্যোগে আজ গলসী বাজারে পথসভা ও প্রধানমন্ত্রী-র কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। মানুষের উৎসাহ ছিল নজর কাড়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাজী জাফর আলী, সাইফুল হক, জাহান আলী মোল্লা, শিশির কেশ, অজয় শী, অমিতাভ মণ্ডল প্রমুখ।

মেলেনি বার্ধক্য ভাতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বারবার আবেদন নিবেদন করেও এখনো পর্যন্ত মেলেনি বিশ্বজিৎ সাহার বার্ধক্য ভাতা। তাই বৃদ্ধ বয়সে বিড়ি বেঁধে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কাঁপা হাতে অশক্ত শরীরে এই কাজ তাকে করে যেতে হচ্ছে। অথর্ব শরীরটাকে নিয়ে কয়েকবার কালনা মহকুমা শাসক দপ্তরে আবেদনপত্র জমা দিয়ে এসেছেন। কিন্তু বার্ধক্য ভাতা পাননি। এই বৃদ্ধ বিশ্বজিৎ সাহার বাড়ি কালনা পৌরসভার চারাবাগান এলাকায়। কালনা পৌরসভার উপ পৌরপিতা তপন পড়েল বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাঁচাপেঁয়াজই তুলছেন পূর্বস্থলীর কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৪ ফেব্রুয়ারি : নিম্নচাপের বৃষ্টির ভয়ে অপক্ক অবস্থাতেই পেঁয়াজ তুলে ফেলছেন পূর্বস্থলীর কৃষকরা। অন্যান্য বছরে এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ ফলে ৮০ থেকে একশো মন পর্যন্ত। এবছর সেই ফলন কমে গিয়ে বিঘা প্রতি পেঁয়াজ ফলছে ৪০ থেকে ৪২ মন। কৃষকদের দাবি এই পেঁয়াজ তুলে লোকসান হবে ঠিকই, কিন্তু একেবারে কৃষকদের বরবাদ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে না। এবছর আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা যেভাবে শুরু হয়েছে, তাতে কখন নিম্নচাপের বৃষ্টি শুরু এবং শেষ হয় বলা যায় না। আর বৃষ্টি হলেই পেঁয়াজ চাষের খরচটাও সম্পূর্ণ মাঠে মারা যাবে। তাই কাঁচা অবস্থাতেই পেঁয়াজ তুলে ফেলছি বলে জানান, পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির দামোদর পাড়ার কৃষকরা।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি, মেমারি : সিপিআই(এম) মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির গস্তার-১ শাখার সদস্য করুণা ক্ষেত্রপাল (৭২) ২০ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন অসুখে ভুগছিলেন। ষাটের দশকে কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র আগেই মারা গেছে। তিনি তাঁর গ্রামে মেয়ের কাছে থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে এলাকার সিপিআই(এম) নেতা সুশীল ঘোষ, আব্দুল গফফার, নিতাই দত্ত, ভৈরব ক্ষেত্রপাল, শম্ভু ঘোষ বাড়িতে গিয়ে মরদেহে লাল পতাকা ও ফুল মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

সংগ্রহে রাখার মতো বই

বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, মূল্য—৩০০ টাকা

প্রতিবাদে প্রতিরোধে কালনা, মূল্য—৩৫০ টাকা

'বিপ্লবী হরেকৃষ্ণ কোঙার', মূল্য—৩০০ টাকা

প্রকৃতি, মানুষ ও বিবর্তিত বাজার ব্যবস্থা

মূল্য ২০০ টাকা

এছাড়াও রয়েছে বর্ধমানের লেখক হরেকৃষ্ণ কোঙার, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিনয় কোঙার, নিরুপম সেন, সলিল ভট্টাচার্য, আভাস রায়চৌধুরী, সেখ সাইদুল হক, দীপায়ন নাথ, অশোক ব্যানার্জী প্রণীত গ্রন্থগুলি।

গ্রন্থগুলি পাওয়া যাচ্ছে—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ও 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমানে।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা